করোনার জেরে তেলের দাম কমছেই; বিশ্ব অর্থনীতিতে উদ্বেগ

বিশ্বজুড়ে চলছে করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারি। এ মহামারির জেরে তেলের চাহিদা কমছে। একইসাথে তেলের দামও কমছে। এর ফলে উদ্বেগ বাড়ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

সোমবার তেলের দাম অধিকমাত্রায় হ্রাস পায়। কারণ, করোনা সংক্রমণের ঢেউ বিশ্বব্যাপী আছড়ে পড়ায় চাহিদা কমছে। সৌদি আরবও অতিরিক্ত সরবরাহ ও সীমিত দামের ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০২১ ভোটের অনেক বাকি,

তেলের দাম হ্রাস পেয়েছে ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারস ব্যারেল প্রতি দাম ২৯.৬০ ডলার দাঁড়িয়েছে। ৪.৪ শতাংশ হারে ১.৩৭ ডলার হ্রাস পেয়েছে মূল্য। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডাব্লুটিআই) অপরিশোধিত তেলের দাম হ্রাস পেয়েছে ৬০ সেন্ট। অর্থাৎ ২.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৪.১৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে ওই দাম। তেলের চাহিদাও কমেছে বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদা প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

করোনা ভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে পরিবহণ ব্যবস্থা থমকে গেছে। ভাইরাসজনিত কারণে এ বছর অপরিশোধিত ফিউচার ৫৫ শতাংশের বেশি কমেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লকডাউন হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা সামান্য বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বর্তমানে।

সোমবার জার্মানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণে লকডাউন লঘু করার পরে দ্রুত ত্বরান্বিত হচ্ছে। চিনে করোনা প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল উহানে এক মাস আগে লকডাউন উঠে। তারপরে সংক্রমণের প্রথম ক্লাস্টার হয়ে ওঠে। ফের করোনার থাবায় তেলের চাহিদা বাড়ছে না। রবিবার দক্ষিণ কোরিয়া ভাইরাসের দ্বিতীয় তরঙ্গ সম্পর্কে সতর্কও করেছিল।

এদিকে, সৌদি এনার্জি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, প্রথম দিকে তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় তেল সংস্থা সৌদি আরমেকোকে অপরিশোধিত তেলের উত্পাদনকে প্রতিদিন আরও এক মিলিয়ন ব্যারেল কমাতে নির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণানয়।

সূত্র : ওয়ান ইন্ডিয়া

নতুন হটস্পট ব্রাজিল, ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৮৮১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে। বলা যায় নতুন হটস্পট হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রাজিল। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে দেশটিতে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে ৮৮১ জনের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছে।

এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ৪শ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন মানুষ। শুধুমাত্র ২৪ ঘণ্টায় করোনা পজেটিভ এসেছে ৯ হাজার ২৫৮ জন মানুষের। আক্রান্তের সংখ্যার দিকে দিয়ে বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেনের পরেই ব্রাজিলের অবস্থান। ওয়াশিংটনে একটি ব্রিফিংয়ে প্যান আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থার কমিউনিকেবল রোগ বিভাগের প্রধান মার্কোস এসপিনাল বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরে ব্রাজিলের যে পরিস্থিতি তা উদ্বেগ তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্রাজিলে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি। গত সপ্তাহে প্রকাশ পাওয়া গবেষণার লেখক ডোমিংগো আলভেস বলছেন, হাসপাতাল থেকে ছাড় পাওয়া মানুষের পরিসংখ্যান বলছে দেশে প্রকৃত সংক্রমণের সংখ্যা সরকারী হিসেবের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন, ফের সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন পরিস্থিতি। আর এই কারণে সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এর মধ্যেই সংক্রমণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলেও ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এছাড়া কড়াকড়ি শিথিল করতে শুরু করেছে বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়াসহ প্রতিবেশী আরও কয়েকটি দেশ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণ ওঠানামা করছে। আবারও কোথাও কোথাও বাড়ছে নতুন শনাক্ত।

এ অবস্থায় ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন শিথিলের প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে ধীরগতিতে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
সোমবার জেনেভায় নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক আশঙ্কা প্রকাশ করে আরও বলেন, বিভিন্ন দেশ লকডাউন শিথিল করায় সামনে ভাইরাসটির সংক্রমণের হার আরও বাড়তে পারে।

এদিকে রাশিয়ায় করোনা সংক্রমণ যখন বেড়েই চলেছে, ঠিক তখন দেশটিতে ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার থেকেই ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিল শুরু হলেও মূলত তা নির্ভর করবে আঞ্চলিক গভর্নরদের সিদ্ধান্তের ওপর।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার থেকে দেশজুড়ে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। কয়েকটি অঞ্চল এ মুহূর্তে তুলনামূলক নিরাপদ হলেও এখনও ঝুঁকিমুক্ত নয়। আর তাই সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমি।

লকডাউন কিছুটা শিথিল হয়েছে প্রতিবেশী বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়াতেও। ক্রোয়েশিয়ায় চলতে শুরু করেছে গণপরিবহনও। খুলে দেয়া হয়েছে রাজধানী জাগরেব-এর বিমানবন্দরও।

এখানকার বাসিন্দারা বলেন, আমরা সবাই সতর্কতা মেনে চলছি। গ্লাভস না পরলেও বারবার স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করছি আমরা।

বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটাইজার রাখা আছে। যেহেতু এখানে অনেক মানুষ যাতায়াত করছে তাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এছাড়া লকডাউন শিথিল করায় ইউরোপের আরেক দেশ চেক প্রজাতন্ত্রেও খুলে দেয়া হয়েছে বার, রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন দোকাট পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তুরস্কেও শিথিল করা হয়েছে কড়াকড়ি ও নিষেধাজ্ঞা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই

ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

সুখবর দিল চীন, করোনা ভ্যাকসিন পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য

করোনাভাইরাস মহামারীর থাবায় বিশ্ব আজ জবুথুবু হয়ে পড়েছে। একের পর এক দেশে চলছে লকডাউন, স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা।

ঠিক এসম সময়ে সুখবর দিল চীন। সম্প্রতি বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন (প্রতিষেধক) প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন চীনা গবেষকরা। খবর ডিএনএ ইন্ডিয়ার।

তারা বলছেন, বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন। ভ্যাকসিনটির নাম পিকোভ্যাক। বেইজিংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক বায়োটেক এ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রচলিত ভাইরাসপ্রতিরোধী প্রক্রিয়াই অনুসরণ করেই ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে। কোনো প্রাণীর শরীরে এটি প্রয়োগ করলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা ভাইরাস ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

মার্চ মাসের শুরুতে রিসাস ম্যাকাকিউস প্রজাতির একদল বানরের শরীরে নতুন উদ্ভাবিত পিকোভ্যাক ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করেন চীনা গবেষকরা। এর তিন সপ্তাহ পরে বানরগুলোকে করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে নেয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে দেখা যায়, যেসব বানরের শরীরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল তারা করোনায় সংক্রমিত হয়নি।
আর যেসব বানরকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়নি তাদের ফুসফুসে করোনাভাইরাসে উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটির শরীরে নিউমোনিয়ার উপসর্গও দেখা দেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে এ গবেষণার ফলাফল লাভের পর মানবদেহেও পিকোভ্যাকের ট্রায়াল শুরু করে বিজ্ঞানীরা।

উল্লেখ্য, মহামারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এর ভ্যাকসিন তৈরিতে গবেষণাগারে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ভ্যাকসিনটির দ্রুত আবিষ্কারে ঝুঁকি নিয়েই সরাসরি মানবদের এর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরোলজিস্টরা। সেসব পরীক্ষায় এখনও শতভাগ সাফল্য না আসলেও ভিন্ন এক সফলতার কথা জানাল চীনের বিজ্ঞানীরা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশে আটকেপড়া নাগরিকদের

ফেরত নিচ্ছে ভারত

করোনাভাইরাসের কারণে বাংলাদেশে আটকেপড়া নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে ভারত সরকার।

আজ শুক্রবার থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথম পর্যায়ে এয়ার ইন্ডিয়ার সাতটি ফ্লাইটে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। প্রতিটি ফ্লাইটে প্রায় ১৭০ যাত্রী বহন করা হবে।

এসব ফ্লাইটে ভারতীয় নাগরিকদের ৮, ১২ ও ১৩ মে শ্রীনগর, ৯ ও ১১ মে দিল্লি, ১০ মে মুম্বাই ও ১৪ মে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হবে।

এতে আরও বলা হয়, আজ প্রথম ফ্লাইটে ঢাকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আটকেপড়া শিক্ষার্থীদের শ্রীনগরে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

এদিন ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাশ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া প্রথম দলটিকে বিদায় জানান এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদে দেশে ফেরার শুভেচ্ছা জানিয়ে হাইকমিশনার বিদেশে ভারতীয় নাগরিকদের কল্যাণে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

তরুণ শিক্ষার্থীরা ঈদের আগে বাড়ি ফিরতে পারায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীদের ভারতে পৌঁছার পর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন রিভা গাঙ্গুলী।

প্রসঙ্গত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিদেশে আটকেপড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে নিতে ‘বন্দে ভারত মিশন’ নামে প্রত্যাবাসন কার্যক্রম শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

ভারতে দোকান খুলতেই একদিনে মদ বিক্রির রেকর্ড

লকডাউনের কারণে গত ২৫ মার্চ থেকে বন্ধ ছিল সবধরনের মদের দোকান। সোমবার কিছু এলাকায় মদের দোকান খোলার অনুমতি দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন তারা। ধাক্কাধাক্কি-মারামারি করে লাইন ধরে মদ কিনতে দেখা গেছে দোকানগুলোতে। একদিনে মদ বিক্রির নতুন রেকর্ড গড়েছে ভারত।

প্রথমদিনে মদ বিক্রি থেকে পশ্চিমবঙ্গের আয় হয়েছে ৪০ কোটি রুপি, কর্ণাটকের ৪৫ কোটি, রাজস্থানের ৫৯ কোটি , অন্ধ্রপ্রদেশের আয় ৬৮ কোটি৷ মদ বিক্রি থেকে প্রায় ১০০ কোটি রুপি আয় করেছে উত্তরপ্রদেশ৷

জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্যমতে, ভারতে এ পর্যন্ত ৪৯ হাজার ৪০০ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১ হাজার ৬৯৩ জন। আর সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪ হাজার ১৪২ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ভারতে একদিনেই ১৯৫ করোনা রোগীর মৃত্যু, আক্রান্ত ৩৯০০

কোভিড-১৯ রোগের নতুন হটস্পট হয়ে উঠছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ১৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৪ হাজার ব্যক্তি। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এই খবর দিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতে এখন পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬ হাজার ৪৩৩ জন। ১ হাজার ৫৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বৈশ্বিক এই মহামারীতে। তবে এখন পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার ৭২৭ জন করোনার সঙ্গে লড়াই করে সুস্থ হয়েছেন। অর্থাৎ দেশে কোভিড-১৯ রোগ থেকে পুনরুদ্ধারের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭.৪ শতাংশে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেলেন ১৯৫ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯০০ জন।

সোমবারও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে ২ হাজার ৫৭৩ জন করোনা আক্রান্ত হন। একদিনেই মারা যান ৮৩ জন। রোববারও দেখা গেছে প্রায় একই চিত্র। ওই দিনও নতুন করে করোনাভাইরাস থাবা বসায় ২ হাজার ৪৮৭ জনের দেহে।

মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেখানে ৫৪৮ জন করোনার শিকার, গুজরাটে সংখ্যাটা ২৯০।

মধ্যপ্রদেশে মৃত ১৫৬ জন, রাজস্থানে ৭১, দিল্লিতে ৬৪, উত্তরপ্রদেশে ৪৩, পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৩ জন মারা গেছেন করোনায়। তামিলনাড়ুতে মৃতের সংখ্যা ৩০ ও তেলেঙ্গানায় ২৯, কর্নাটকের কোভিড ১৯-এর কারণে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পাঞ্জাবে ২১টি কোভিড-১৯ মৃত্যু, জম্মু ও কাশ্মীরে আট এবং হরিয়ানায় পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা জানা গেছে। কেরালা ও বিহারে চারজন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে করোনার সংক্রমণ এড়াতে ভারতে চলছে টানা লকডাউন। এ কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশের অর্থনীতি।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সৌদিতে করোনায় আক্রান্ত ৩৭১৭ বাংলাদেশি, মৃত ৫৫

সৌদি আরবে করোনাভাইরাসে বাংলাদেশি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত দেশটি ৩ হাজার ৭১৭ জন বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। দেশটিতে করোনায় প্রাণ নিয়েছে ৫৫ বাংলাদেশির।

গত ২ মার্চ থেকে সৌদি আরবে আনুষ্ঠানিকভাবে করোনা শনাক্ত শুরু করে সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। দেশটিতে এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৯৩ জন বিদেশি এবং সৌদি নাগরিকের করোনাভাইরাস টেস্ট করা হয়েছে।

সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ হাজার ৬৫৬ জন। প্রাণহানি হয়েছে ১৯১ জনের এবং সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে ৪৪৭৬ জন। আক্রান্তের মধ্যে ৮৫ শতাংশ বিদেশি এবং ১৫ শতাংশ সৌদি নাগরিক বলে জানা গেছে।
এদিকে, আগামী ১৩ মে পর্যন্ত সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল এবং শপিং মল খুলে দেয়া হয়েছে। শুরুর দিকে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা একদিন কম একদিন বেশি হলেও গত ১৬ এপ্রিল থেকে আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখি। প্রতিদিনই এক দেড়শ মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে। তবে সুস্থ হওয়ার সংখ্যাও অনেক বেশি।

সৌদিতে আক্রান্তের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে মক্কা। শহরটিতে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৬ হাজার ৫১১ জন, রিয়াদে ৪ হাজার ৯২২ জন, জেদ্দায় ৪ হাজার ৬৪৮ জন, মদিনায় ৪ হাজার ৬৪৩ জন, দাম্মামে ১ হাজার ৯০৪ জন, হুফুফে ১ হাজার ৩১৯ জন, জুবাইলে ১ হাজার ৭৭ জন। এছাড়া অন্যান্য শহরেও আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে দূতাবাসের সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন যাবত বিমান চলাচল বন্ধ, স্থানীয় অফিস-আদালত বন্ধ, লাশ সংরক্ষণে হিমঘরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এবং অন্যন্য নানা কারণে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশি কর্মীদের লাশ বাংলাদেশে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। তাই সব মরদেহ স্থানীয়ভাবে সৌদি আরবে দাফনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জুবাইল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে নতুন নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি এলাকার পুলিশ/ট্রাফিক, হাসপাতাল এবং গভর্নর অফিসের সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা ৩-৭ দিনের মধ্যে পুরোনো যে কোনো লাশ দাফন করতে পারবে।

মৃতের পরিবার দাফনের অনুমতি না দিলে দূতাবাস এনওসি (অনাপত্তি পত্র) ইস্যু করে না। আর এনওসি ইস্যু না হলে মৃত্যু সনদসহ অন্যন্য কাগজপত্র ইস্যু হবে না। এনওসি ও অন্যন্য কাগজপত্র ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডে জমা দিতে না পারলে পূর্বঘোষিত এককালীন সাহায্য ৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে- এমন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না।

এমতাবস্থায় বিভিন্ন কারণে সৌদিতে মারা যাওয়া প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের লাশ স্থানীয়ভাবে দাফন করার অনুমতি দিতে মৃতদের পরিবারের প্রতি আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস রিয়াদ।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

লকডাউনে আটকে পড়াদের ঘরে ফেরাতে আরও ৩০০ স্পেশাল ট্রেন

সোমবার থেকে ভারতে তৃতীয় দফায় লকডাউন শুরু হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালু করা হয়েছে ৷

রেল সূত্রে খবর সোমবার পর্যন্ত ৫৮টি স্পেশাল ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যগুলোর কাছ থেকে ভারতীয় রেলের কাছে আরও ৩০০ ট্রেন চালানোর অনুরোধ আসতে পারে ৷

রেলের পক্ষ থেকে এ বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ৷ ভিন্ন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক, অন্য কোনও শরণার্থী, বা ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের ফেরানোর জন্যই বারেবারে দাবি উঠছে ৷
করোনা ভাইরাসের কারণে ২৪ মার্চ থেকে দেশজুড়ে লকডাউন চলছে ৷ তাই বিপদে পড়েছেন বহু মানুষ ৷ দুর্গতদের ঘরে ফেরাতেও বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে ৷ দুর্গতদের ফেরাতে রেলের পক্ষ থেকে ভাড়া দাবি করা হয়েছে ৷ এই নিয়েই তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে, শুধুই ভাড়া নয়, তার সঙ্গে অতিরিক্ত ৫০ টাকা শুল্ক নেওয়ার ক্ষেত্রেও বিবাদ শুরু হয়েছে ৷ রেলের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেনের গন্তব্য স্টেশন মাত্র একটিই থাকবে ৷ অন্যত্র ট্রেনটি কোথাও দাঁড়াবে না ৷

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৫০০ কিমি দূরত্বের রাস্তা অতিক্রম করবে এই বিশেষ ট্রেনগুলি ৷ ১,০০০ থেকে ১,২০০ যাত্রীর বসার ব্যবস্থা করা হবে৷

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডে ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকেরা পৌঁছে গিয়েছেন ৷ সোমবার থেকে ফের শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চলছে ৷ লখনউ, গোরক্ষপুর, রাঁচি, ধানবাদ, হাতিয়া, দানাপুরেও বিশেষ ট্রেন পৌঁছেছে ৷ ট্রেনের রুম ও বাসের মধ্যেও সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিও

খেয়াল রাখা হচ্ছে ৷ করোনার বিরুদ্ধে লড়তে নেওয়া হয়েছে একাধিক সতর্কতাও ৷